বিএফএ কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে শহরের খেয়া রেস্তোরায় এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের সভাপতি অজয় সুরেকার সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মোঃ আক্কাস আলীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সুশান্ত কুমার প্রমাণিক, কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) বিষ্ণু পদ সাহা, মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষসহ সকল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আগে মতবিনিময় সভায় বিএফএ কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের সভাপতি অজয় সুরেকা বলেন, বিগত সরকারের আমলে অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির কারণে কৃষকরা ঠিকমতো ন্যায্য মূল্য সার পায়নি, বরং কৃষককে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে। আর বর্তমান কৃষিবান্ধব এই আওয়ামী লীগের সরকার কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন। এ জেলায় সার নিয়ে যেন কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে সকলকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে কুষ্টিয়া বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের সহ সভাপতি খন্দকার আব্দুল গাফফার, জয়ন্ত রায় বিটু, সেলিম মল্লিক, মোঃ আসাদুজ্জামান মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক এ কে এম আমিনুল ইসলাম, ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ রাশিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক এ কে এম সাইফুজ্জামান মিন্টু, প্রচার সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মকবুল হোসেন পান্না, মোঃ আজিবর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ মফিজুর রহমান, আইনুর রহমান টিটু, শরীফ জাহান, রাশেদুজ্জামান রাজু, মোঃ সামিউল আলিম সাগর, মোঃ আমিরুল ইসলাম নান্নু, নারায়ন প্রসাদ সুরেকা, একলাস উদ্দিন, মোঃ মহসিন আলি, মিজানুর রহমান, গোলাম জাকারিয়া, আসাবুল হক পুটু, মোঃ শরিফ, মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এলাকায় অভিযানে-দালাল চক্রের রুবেল আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এলাকায় অভিযান চালিয়ে রুবেল হোসেন
(২৮) নামের একজন দালাল চক্রের সক্রিয় সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার দুপুর একটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীম ভুইয়ার নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দুপুর ১টার দিকে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভুইয়ার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহসীন ফোর্স নিয়ে হাসপাতালে দালালবিরোধী অভিয়ান চালায়।

এসময় রোগীর কাছ থেকে টাকা নেয়ার সময় রুবেলকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীম ভুইয়া ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে রুবেল হোসেনের ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভুইয়া বলেন, হাসপাতালে দালালের কারণে রোগী ও স্বজনরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সদর হাসপাতাল দালাল মুক্ত করতে এখন নিয়মিত অভিযান চালানো হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আতাউর রহমান মুন্সী, সদর হাসপাতালের সিনিয়র সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান নয়ন, শিশু কনসালটেন্ট ডা. আসাদুর রহমান মালিক খোকন।

মুজিবনগর বিপ্লবী সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী আছেন মাত্র ৩ জন

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণের জীবনের ঝূঁকি নিয়ে ১২ জন আনসার সদস্য গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে সেই দিনের দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে জিবিত রয়েছেন তিন জন আনসার সদস্য।

পুলিশ-ইপিআরের কেউ ভয়াবহ পরিণতি চিন্তা করে গার্ড অব অনার দিতে রাজি না হলেও জীবনের মায়া ত্যাগ করে শপথ অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের গার্ড অব অনার প্রদান করেন ১২ জন আনসার সদস্য।

আনছার সদস্য আজিম উদ্দীন স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বলেন, সেদিন মা মাটি আর মানুষের মুক্তির কথা ভেবে স্বাধীনতার অকুতভয় সূর্য্য সৈনিক ১২ জন আনসার জীবনের মায়া ত্যাগ করে মন্ত্রী পরিষদকে গার্ড অব অনার প্রদানে রাজি হয়েছিলেন।

তৎকালীন মেহেরপুরের পুলিশ অফিসার মাহবুবুর রহমানের (এসপি মাহবুব) নেতৃত্বে পিসি ইয়াদ আলী, আনসার সদস্য আজিমুদ্দিন শেখ, সিরাজুল ইসলাম, অস্থির মল্লিক, হামিদুল ইসলাম, সাহেব আলী, লিয়াকত আলী, নজরুল ইসলাম, ফকির মোহাম্মদ, মহিউদ্দিন, কেসমত আলী ও মফিজ উদ্দিন অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

আজিম উদ্দীন আরো বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুজিবনগরের ভবরপাড়ার ইপিআর ক্যাম্পের সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করতে কুষ্টিয়া চলে যান। সে সময় ঐ ক্যাম্পের রক্ষণাবেক্ষণের দয়িত্ব পান স্থানীয় ১২ আনসার সদস্য।

ভারত থেকে যে সব খাদ্য সামগ্রী ও অস্ত্র-গোলাবারুদ, জ্বালানী তেল এদেশে আসতো সেগুলো সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা একত্র করে মেহেরপুরের তৎকালিন এসডিও তৌফিক এলাহীর (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা) হাতে তুলে দিতেন আনছার সদস্যরা। পরে এ সব সামগ্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সরবরাহ করা হতো।

১৬ এপ্রিল সকালে তৌফিক এলাহি ১২ আনসার সদস্যকে ডেকে বলেন, বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে কিছু মেহমান আসবেন। আপনার আয়োজন সম্পন্ন করেন। সেমত গ্রামবাসীদের সহায়তায় বর্তমান মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থানে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে কয়েকটি চৌকি এনে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়। ঐদিন রাতেই ভারতীয় ফোর্স এসে সেখানে অবস্থান নেয়।

পরদিন সকালে ভারতের সীমানা পেরিয়ে বৈদ্যনাথ তলায় আসেন জাতীয় চার নেতা। সাথে আসেন দেশি-বিদেশি সাংবাদিক। সেখানে জাতীয় চার নেতা শপথ নেন এবং ১২ আনসার সদস্যের সাথে গার্ড অব অনার নেন। এরপর গার্ড পরিদর্শন করে আবারও চলে যান।

জীবনের মায়া ত্যাগ করে আর বুক ভরা আশা নিয়ে গার্ড অব অনার ও দেশ মাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে ঝপিড়ে পড়েছিলেন তারা। এদের মধ্যে ৮ জন নিরাশায় প্রস্থান করেছেন পরপারে।

পাকিস্তানী হায়েনাদের হাত থেকে রক্তিম সূর্য্য ছিনিয়ে আনার আমরণ লড়াইয়ে যারা রণাঙ্গণে পিছপা না হওয়া সেই অকুতভয় নির্ভিক সৈনিকদের আক্ষেপ রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে।

অকুতভয় সূর্য্য সৈনিক মফিজ উদ্দিনের স্ত্রী সকিনা বেগম জানান, সংসারে এতই অভাব ছিল যে, টাকার অভাবে নিজের বাড়ীর জমির খাজনা না দিতে পারায় জমি খাস হয়ে যায়। ২ ছেলে ও ১ মেয়ে রেখে তিনি ২০০৬ সালের ৪ অক্টোবর মৃত্যু বরণ করেন। বর্তমানে বড় ছেলের ভ্যান চালানো আয়ের টাকা দিয়ে সংসার চলে।

সেদিনকার ঘটনার জন্য সে ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা পুরুস্কার হিসাবে রুপার একটি মেডেল পেয়েছিলেন। স্ত্রী সকিনা বেগম আক্ষেপ করে বলেন, যে মানুষটি সংসার ছেলে-মেয়ের কথা চিন্তা না করে জীবনের বাজী রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়েছিল। অথচ সেই যুদ্ধের পর টাকার অভাবে ঠিক মত সংসার চলাতে পারনি।

এ জন্যই কি যুদ্ধ করেছিল? সরকারী অনুদান তেমন একটা পায়নি। তার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকজন একটি দু’রুম বিশিষ্ট ঘর বুঝে পেয়েছেন।

গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত ৩ আনসার সদস্য হামিদুল হক, আজিমুদ্দীন শেখ ও সিরাজুল ইসলাম বলেন ‘তখন করেছি স্বাধীনতাযুদ্ধ আর এখন জীবনযুদ্ধ। দিনমজুরের কাজ করি। শরীরে তেমন শক্তি নাই।

তারপরও অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করতে হয়। দিনমজুরি করে এখনও সংসার চালাতে হয়। জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালাতেই হবে। তবে আশার কথা হলো তারা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বকৃতি পেয়েছেন। এতে প্রতি মাসে ভাতা পাচ্ছেন। তাই দিয়েই কোনমতে চলছে সংসার।

অবিস্মরণীয় সাহসিকতার সঙ্গে তারা বাংলাদেশের প্রথম সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, তাতে রাষ্ট্রীয় পদক তারা পেতেই পারেন। সরকার অনেককেই তো পদক-খেতাব দিচ্ছে। জাতির এই বীর সন্তানদের সম্মান দেওয়া উচিত।

জীবিত তিন জন আক্ষেপ করে বলেন, আমরা গার্ড অব অনার দিয়েছিলাম ১২ জন আনসার। অথচ মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভাস্কর্য বা মুর্যালে দেখানো হয়েছে আটজনকে। ছবি থাকা সত্ত্বে সেখানে সকলের অবয়বও সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি।

মুজিবনগর সরকারই দেশের প্রথম সরকার। এটি অস্থায়ী বা প্রবাসী সরকার নয়। এর সরকারের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ঐদিন শপথ গ্রহণ না হলে বাংলাদেশের মু্◌িক্তযুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন বলে বিশ্বেরবুকে দাড় করাতো পাকিস্তান।

কোটচাঁদপুরে ডাবল মার্ডারের ঘটনায় ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পৌরসভার খাজনা আদায়কে কেন্দ্র করে আলোচিত ডাবল মার্ডারের ঘটনায় ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

সংঘর্ষে নিহত আক্তার হোসেনের পিতা বাবু তালেব বাদী হয়ে গত শুক্রবার রাতে ৮ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাত আরো ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় এ মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৭।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি মঈন উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা জজ মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা বিজিবির পরিচালক অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক পিএসসি, জেলা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিরিন নাহার, জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অতিথি হিসেবে মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা জজ আদালতে পিপি অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মুন্টু, সাবেক সভাপতি আলামিন হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, গাাংনী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহান ইয়াসমিন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকনসহ সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তারা- কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ উদ্ভিদ সংগনিরোধের ষ্টোর কিপার সাইদুল গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ সাইদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে।
গতকাল শুক্রবার সন্ধা ৬ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নের্তৃত্বে থানার এসআই তারিফুজ্জামান, এ,এস,আই আবু বক্কর সিদ্দিক ও এ,এস,আই মারুফুল ইসলাম সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান চালান দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা

থানাধীন পারকৃন্ষপুর-মদনা ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদের সামনে।
এসময় পুলিশ তার মটরসাইকেল তল্লাশি চালিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ সাইদুল ইসলামকে (৩৬) গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত সাইদুল ইসলাম পাবনা জেলার সুজানগর গ্রামের
ওসমান গনির ছেলে উদ্ভিদ সংগনিরোধের দর্শনা অফিসের ষ্টোর কিপার। গতকালই তার বিরুদ্ধে এস আই তারিফুজ্জামান বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেন।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়াতে ৯৫ এসএসসি ব্যাচের ইফতার মাহফিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের এসএসসি ১৯৯৫ ব্যাচের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে ৯৫ এর সহপাঠিরা।

ইফতার মাহফিলে মহাদ্দেস আলী, জিয়াউর রহমান, আক্তারুজ্জামান লাভলু, শাহারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন, শিমুল হোসেন, মাজহারুল ইসলাম, হাফিজুল্ হক, মনি,ফারুক হোসেন, মিরণসহ ৯৫ এর সহপাঠিরা অংশ নেন।

এসময় তারা দেশ ও সমাজের কল্যান কামনা করে দোয়ায় শরিক হোন।

দর্শনায় প্রবীন দুস্থ চা দোকানীকে আর্থিক সহয়তা প্রদান

দর্শনায় প্রবীন দুস্থ চা দোকানীকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। শুক্রবার বিকালে দর্শনা মেননগর মোড়ের চা দোকানী প্রবীন দুস্থ

আ. রশিদকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এবং দর্শনা প্রবীন কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে।

৬ নং ওয়ার্ড প্রবীন কমিটির সভাপতি মোশাররফ হোসেনের সভাপতিতে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দর্শনা পৌর প্রবীন কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক হাজি আকমত আলী, দর্শনা পৌরসভার প্যানেল মেয়র রেজাউল ইসলাম, হাজি খালেকুজ্জামান, জাহিদুল ইসলাম, মোমিনুল ইসলাম, মোজাহারুল ইসলাম, হাতেম মন্ডল, আ. রহমান, সানোয়ার বিশ্বাস, ফয়সাল, ওয়েভ কর্মকর্তা কামরুজ্জামান যুদ্ধ, মিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। সঞ্চলনা করেন সাংবাদিক হানিফ মন্ডল।

৫ দিনেও সন্ধান মেলেনি দর্শনার স্কুলছাত্র মেজবাহ

খেলার কথা বাড়ি থেকে বের হয়ে ৫ দিনেও বাড়ি ফেরেনি মেজবাহ। বহু খোজাখুজির পরও তাকে পাওয়া যায়নি। থানায় করা হয়েছে সাধারণ ডায়েরী। হদিস মেলাতে পারেনি পুলিশও।

দর্শনা পৌর শহরের আজমপুরের আলমগীর হোসেনের ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ুয়া ছেলে সাঈদ আল মেজবাহ সহপাঠিদের সাথে খেলতে বাড়ি থেকে বের হয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও মেজবাহ বাড়ি না ফেরায় শুরু হয় খোঁজাখুজি। রাত গড়িয়ে সকাল ও সারাদিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও যখন তাকে পাওয়া না গেলো গত বুধবার রাতে আলমগীরের ছোট ভাই মাসুম দর্শনা থানায় সাধারণ ডায়েরী করেছেন।

গত ৫ দিন অতিবাহিত হলেও সন্ধান মেলেনি মেজবাহ’র। আসলে কোথায় কি অবস্থায় আছে, কি ঘটেছে তার ভাগ্যে তা এখনো অনিশ্চিত।

যদি তার সন্ধান কেউ পায় তাহলে ০১৯১০-৬৩২৩১৭ মুঠোফোনে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করেছেন নিখোঁজ মেজবাহর বাবা আলমগীর

□□□□□□□